সূচিপত্র

ক্র. নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
i.	প্রাথমিক মূল্যায়ন	১
ii.	বিগত বছরের বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষার প্রশ্ন বিশ্লেষণ	৫
	অধ্যায়-০১: বিশ্বের সাম্প্রতিক ও চলমান ঘটনাপ্রবাহ	
০১	১.১ বৈশ্বিক সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহ	৬
	অধ্যায়-০২: বৈশ্বিক ইতিহাস, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা, ভূ-রাজনীতি	
	২.১ বিশ্ব সভ্যতা, ভাষা, জাতি ও উপজাতি	
০২	২.১(ক) বিশ্ব সভ্যতা	২০
০৩	২.১(খ) ভাষা, জাতি ও উপজাতি	২৬
	২.২ এশিয়া মহাদেশ	
০৪	২.২(ক) দক্ষিণ এশিয়া	৩১
০৫	২.২(খ) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া	৪৬
০৬	২.২(গ) পূর্ব এশিয়া (দূরপ্রাচ্য)	৫৬
০৭	২.২(ঘ) পশ্চিম এশিয়া	৬৫
০৮	২.২(ঙ) মধ্য এশিয়া	৭৮
	২.৩ ইউরোপ মহাদেশ	
০৯	২.৩(ক) পশ্চিম ইউরোপ	৮১
১০	২.৩(খ) পূর্ব ইউরোপ	৮৯
১১	২.৩(গ) উত্তর ইউরোপ	৯৪
১২	২.৩(ঘ) মধ্য ইউরোপ	৯৭
১৩	২.৩(ঙ) দক্ষিণ ইউরোপ	১০২
	২.৪ উত্তর আমেরিকা মহাদেশ	
১৪	২.৪(ক) উত্তর আমেরিকা	১০৯
১৫	২.৪(খ) মধ্য আমেরিকা	১১৭
	২.৫ দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশ	
১৬	২.৫(ক) দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের দেশসমূহ	১২০
	২.৬ আফ্রিকা মহাদেশ	
১৭	২.৬(ক) আফ্রিকার দক্ষিণাংশের দেশসমূহ	১২৫
১৮	২.৬(খ) উত্তর আফ্রিকা	১২৮
১৯	২.৬(গ) পূর্ব আফ্রিকা	১৩১
২০	২.৬(ঘ) মধ্য আফ্রিকা	১৩৩
২১	২.৬(ঙ) পশ্চিম আফ্রিকা	১৩৪
	২.৭ ওশেনিয়া মহাদেশ	
২২	২.৭(ক) ওশেনিয়া মহাদেশের দেশসমূহ	১৩৬
২৩	২.৭(খ) পলিনেশিয়া, মেলানেশিয়া ও মাইক্রোনেশিয়া অঞ্চল	১৩৮

ক্র. নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
	২.৮ অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশ	
২৪	অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশের মানচিত্র ও তথ্যসমূহ	১৪০
	২.৯ ভৌগোলিক পরিচিতি	
২৫	২.৯(ক) বিভিন্ন দেশের পুরাতন, পরিবর্তিত ও ভৌগোলিক উপনাম	১৪২
২৬	২.৯(খ) মহাসাগর, সাগর, উপসাগর ও সমুদ্রবন্দর	১৪৫
২৭	২.৯(গ) বিশ্বের বিভিন্ন নদী ও নদী তীরবর্তী শহর	১৪৯
২৮	২.৯(ঘ) ভৌগোলিক সীমারেখা, প্রণালি, খাল, চ্যানেল ও অন্তরীপ	১৫১
২৯	২.৯(ঙ) বিশ্বের উল্লেখযোগ্য দ্বীপ, উপদ্বীপ ও হ্রদ	১৫৭
৩০	২.৯(চ) বিশ্বের ভূমিরূপ ও জলপ্রপাত	১৬১
৩১	২.৯(ছ) বিখ্যাত স্কয়ার, ট্রায়াঙ্গেল ও সার্কেল	১৬৩
৩২	২.৯(জ) বিশেষায়িত রাষ্ট্র	১৬৪
	অধ্যায়-০৩: আন্তর্জাতিক সংগঠনসমূহ এবং বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানাদি	
	৩.১ আন্তর্জাতিক সংগঠন	
৩৩	৩.১(ক) জাতিপুঞ্জ ও জাতিসংঘ	১৬৬
৩৪	৩.১(খ) জাতিসংঘের অঙ্গসংগঠন	১৭১
৩৫	৩.১(গ) জাতিসংঘের মহাসচিব	১৭৬
৩৬	৩.১(ঘ) জাতিসংঘের সংস্থা	১৭৭
৩৭	৩.১(ঙ) MDG, SDG, জাতিসংঘ শীর্ষ সম্মেলন ও শান্তিরক্ষা মিশন	১৮৬
	৩.২ বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও জোট	
	৩.২(ক) অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান	
৩৮	World Bank	১৯২
৩৯	IMF	১৯৩
৪০	ADB	১৯৩
৪১	IsDB, NDB ও WTO	১৯৪
৪২	অন্যান্য অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান (ECB, WEF, BIS ও AIIB)	১৯৪
	৩.২(খ) দেশভিত্তিক মুদ্রার নাম	
৪৩	এক নজরে বিভিন্ন মুদ্রা	১৯৭
	৩.২(গ) অর্থনৈতিক জোট	
৪৪	EU (ইউরোপীয় ইউনিয়ন)	২০০
৪৫	D-8	২০১
৪৬	G-7	২০১
৪৭	G-20 ও BRICS	২০২
৪৮	OPEC	২০২
৪৯	অন্যান্য অর্থনৈতিক জোট (ECO, EFTA ও BENELUX)	২০৩

সূচিপত্র

ক্র. নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
	৩.৩ বৈশ্বিক আঞ্চলিক সংস্থা, রাজনৈতিক সংগঠন ও কৃষি সংস্থা	
	৩.৩(ক) বৈশ্বিক আঞ্চলিক সংস্থা	
৫০	SAARC	২০৭
৫১	ASEAN	২০৮
৫২	APEC, BIMSTEC, CIRDAP, G-77	২০৯
৫৩	অন্যান্য আঞ্চলিক সংস্থা	২১০
	৩.৩(খ) আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক সংগঠন	
৫৪	NAM	২১৩
৫৫	Commonwealth of Nations	২১৪
৫৬	আরব লীগ	২১৪
৫৭	OIC, GCC	২১৫
৫৮	AU, SCO, CIS ও OAS	২১৬
	৩.৩(গ) আন্তর্জাতিক কৃষি সংস্থা	
৫৯	IJO & IJSG, IRRI, CIMMYT, CIP, ICRISAT	২১৯
	৩.৪ আন্তর্জাতিক সেবা ও মানবাধিকার সংস্থা	
	৩.৪(ক) আন্তর্জাতিক সেবা সংস্থা	
৬০	Red Cross	২২০
৬১	রোটারি ইন্টারন্যাশনাল	২২১
৬২	অক্সফাম (OXFAM)	২২১
৬৩	অন্যান্য সেবা সংস্থা	২২১
	৩.৪(খ) আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা	
৬৪	Amnesty International	২২৩
৬৫	TI (ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল), হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (Human Rights Watch)	২২৩
৬৬	ICCPR	২২৩
	অধ্যায়-০৪: আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ও আন্তঃরাষ্ট্রীয় ক্ষমতা সম্পর্ক	
	৪.১ আন্তর্জাতিক পুলিশ, গোয়েন্দা ও গেরিলা সংস্থা	
৬৭	৪.১(ক) আন্তর্জাতিক পুলিশ সংস্থা	২২৫
৬৮	৪.১(খ) আন্তর্জাতিক গোয়েন্দা সংস্থা	২২৫
৬৯	৪.১(গ) আন্তর্জাতিক গেরিলা সংস্থা	২২৭
	৪.২ বিশ্ব রাজনীতি, ভূ-রাজনীতি, আন্তঃরাষ্ট্রীয় সংঘাত ও চুক্তি	
৭০	৪.২(ক) বিশ্ব রাজনীতি, ভূ-রাজনীতি ও যুদ্ধ	২৩০
৭১	৪.২(খ) বিভিন্ন বিপ্লব	২৪২
৭২	৪.২(গ) গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি ও সনদ	২৪৪

ক্র. নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
	৪.৩ আন্তঃরাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা, সামরিক জোট, নিরস্ত্রীকরণ চুক্তি ও মতবাদ	
	৪.৩(ক) আন্তঃরাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা	
৭৩	আন্তর্জাতিক সম্পর্ক	২৫২
৭৪	আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা, নিরস্ত্রীকরণ	২৫২
৭৫	যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা, শক্তিসাম্য ব্যবস্থা	২৫৩
	৪.৩(খ) সামরিক জোট	
৭৬	ন্যাটো (NATO)	২৫৪
৭৭	ওয়ারশ, আনজুস, কোয়াড, অকাস, সিয়েটো, সেন্টো	২৫৫
	৪.৩(গ) অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ ও নিরস্ত্রীকরণ চুক্তি	
৭৮	অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ সংস্থা	২৫৭
৭৯	নিরস্ত্রীকরণ চুক্তিসমূহ	২৫৮
	৪.৩(ঘ) মতবাদসমূহ	
৮০	বাস্তববাদ, উদারতাবাদ, সামন্তবাদ, ডমিনো তত্ত্ব, সংঘর্ষ তত্ত্ব	২৬৩
৮১	জিরো সাম গেম, ক্রীড়াতত্ত্ব	২৬৪
৮২	অন্যান্য মতবাদসমূহ	২৬৪
	অধ্যায়-০৫: আন্তর্জাতিক পরিবেশগত ইস্যু ও কূটনীতি	
৮৩	৫.১ পরিবেশ, বাস্তুসংস্থান, জলবায়ু ও বৈশ্বিক উষ্ণায়ন	২৬৮
৮৪	৫.২ পরিবেশ বিষয়ক সংস্থা	২৭১
৮৫	৫.৩ পরিবেশ বিষয়ক সম্মেলন	২৭৫
৮৬	৫.৪ পরিবেশ বিষয়ক প্রটোকল ও কনভেনশন	২৭৯
৮৭	৫.৫ পরিবেশ সংক্রান্ত দিবস	২৮৩
	অধ্যায়-০৬: বিবিধ বিষয়াবলি	
	৬.১ সিভিল সার্ভিস	
৮৮	৬.১ (ক) সিভিল সার্ভিসের সূচনা	২৮৪
৮৯	৬.১ (খ) উপমহাদেশে সিভিল সার্ভিসের ইতিহাস	২৮৫
৯০	৬.১ (গ) বিশ্বের অন্যান্য দেশে সিভিল সার্ভিসের ইতিহাস	২৮৯
	৬.২ অন্যান্য বিষয়াবলি	
৯১	৬.২ (ক) খেলাধুলা	২৯২
৯২	৬.২ (খ) নোবেল পুরস্কার	২৯৭
৯৩	৬.২ (গ) গুরুত্বপূর্ণ দিবসসমূহ	৩০০
৯৪	৬.২ (ঘ) গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থসমূহ	৩০১
৯৫	৬.২ (ঙ) বিমানবন্দর, বিমান সংস্থা, সংবাদপত্র ও সংবাদ সংস্থা	৩০৩
৯৬	৬.২ (চ) বিশ্বমঞ্চে নারী	৩০৪
iii.	মডেল টেস্ট (১-৫)	৩০৫

অধ্যায় ০২ বৈশ্বিক ইতিহাস, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা, ভূ-রাজনীতি

২.১ বিশ্ব সভ্যতা, ভাষা, জাতি ও উপজাতি

বিগত বিসিএস প্রিলিমিনারি প্রশ্নের আলোকে এই অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ টপিকসমূহ

পরিচ্ছেদ	টপিক	গুরুত্ব	বিসিএস পরীক্ষা
২.১ (ক)	বিশ্ব সভ্যতা	✪✪✪	৪৭, ৪৬, ৪৫, ৪৩, ৪১ ও ৩৯তম বিসিএস
২.১ (খ)	ভাষা, জাতি ও উপজাতি	✪✪	৪৩, ৩৭ ও ৩৫তম বিসিএস

২.১ (ক) বিশ্ব সভ্যতা

বিগত বছরের BCS প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্ন

০১। নিচের কোন সভ্যতার সময়কালে ওজন পরিমাপ ও দৈর্ঘ্য মাপার পদ্ধতি আবিষ্কার হয়েছিল? [৪৭তম বিসিএস]
(ক) সিন্ধু সভ্যতা (খ) মিশরীয় সভ্যতা (গ) গ্রিক সভ্যতা (ঘ) অ্যাসিরীয় সভ্যতা

০২। সম্প্রতি পেরুতে খুঁজে পাওয়া ৩৫০০ বছরের পুরোনো শহরের নাম কী? [৪৭তম বিসিএস]
(ক) মাচুপিচু (খ) কোরাল (গ) পেনিকো (ঘ) কুস্কো

০৩। ‘বার বিধি’ (The Twelve Tables) কী? [৪৬তম বিসিএস]
(ক) রোমান আইনের ভিত্তি (খ) স্থাপত্যের ১২টি নির্দেশনা (গ) ফুটবল খেলার নিয়মাবলি (ঘ) স্থানীয়/ দেশি খেলা

০৪। কোনটি প্রাচীন সভ্যতা- [৪৫তম বিসিএস]
(ক) মেসোপটেমিয়া (খ) গ্রিস (গ) রোম (ঘ) সিন্ধু

০৫। মায়া সভ্যতাটি আবিষ্কৃত হয়- [৪৩তম ও ৩৯তম বিসিএস (বিশেষ)]
(ক) উত্তর আমেরিকায় (খ) দক্ষিণ আমেরিকায় (গ) মধ্য আফ্রিকায় (ঘ) মধ্য আমেরিকায়

০৬। ইনকা সভ্যতা কোন অঞ্চলে বিরাজমান ছিল? [৪১তম বিসিএস]
(ক) দক্ষিণ আমেরিকা (খ) আফ্রিকা (গ) মধ্যপ্রাচ্য (ঘ) ইউরোপ

০৭। মেসোপটেমীয় সভ্যতা গড়ে উঠেছিল কোথায়? [৩৯তম বিসিএস]
(ক) হোয়াংহো নদীর তীরে (খ) ইয়াংসিকিয়াং নদীর তীরে
(গ) নীলনদের তীরে (ঘ) টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর তীরে

০৮। বিশ্বের সবচেয়ে প্রাচীন সভ্যতা কোথায় গড়ে উঠেছিল? [২৪তম বিসিএস]
(ক) গ্রিসে (খ) মেসোপটেমিয়ায় (গ) রোমে (ঘ) ভারতে

০৯। ‘মেসোপটেমিয়া’ এলাকার বেশির ভাগ বর্তমানে কোন দেশে? [১৮তম বিসিএস]
(ক) ইরাক (খ) ইরান (গ) তুরস্ক (ঘ) সিরিয়া

১০। ‘ব্যাবিলনের ঝুলন্ত উদ্যান’ কোন দেশে অবস্থিত? [১০তম বিসিএস]
(ক) ইরান (খ) ইরাক (গ) মিশর (ঘ) সিরিয়া

উত্তরমালা

০১	ক	০২	গ	০৩	ক	০৪	ক	০৫	ঘ	০৬	ক	০৭	ঘ	০৮	খ	০৯	ক	১০	খ

বিশ্বসভ্যতা

সভ্যতা: সমাজবিজ্ঞানী ম্যাকাইভার ও পেজ বলেন, “সভ্যতা অর্থে আমরা বুঝি মানুষ তার জীবন ধারণের ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের জন্য যে যান্ত্রিক ব্যবস্থা, কলাকৌশল ও সংগঠন সৃষ্টি করেছে, তারই সামগ্রিক রূপ।” সুতরাং সভ্যতা হলো বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত জ্ঞানের সমষ্টি যার দ্বারা মানুষ উন্নত জীবন ব্যবস্থা গড়ে তোলে।

বিশ্ব সভ্যতার কিছু সংক্ষিপ্ত ইতিহাস নিচে তুলে ধরা হলো:

সভ্যতার নাম	তথ্যাবলি
 মেসোপটেমীয় সভ্যতা	■ মেসোপটেমীয় সভ্যতা ইরাকের ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস (ফোরাত ও দজলা) নদীর তীরে গড়ে উঠা পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতা। এটি এশিয়া মহাদেশেরও প্রাচীনতম সভ্যতা। (ইরাকের পূর্বনাম- মেসোপটেমিয়া।) ■ মেসোপটেমিয়া একটি গ্রিক শব্দ। এই শব্দের অর্থ দুই নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল; ইরাক ছাড়াও সিরিয়া, ইরান ও তুর্কিয়ের উত্তর অঞ্চলে এই সভ্যতা বিস্তার লাভ করে। ■ সেচ নির্ভর এই সভ্যতার ৪টি পর্যায় ছিল। যথা– ক. সুমেরীয়, খ. ব্যাবিলনীয়, গ. আসিরীয় ঘ. ক্যালডীয় সভ্যতা।
 (ক) সুমেরীয় সভ্যতা	■ মেসোপটেমিয়ায় সবচেয়ে প্রাচীন যে সভ্যতা গড়ে উঠেছিল তা হলো সুমেরীয় সভ্যতা। ■ 'V' আকৃতির কিউনিফর্ম লিপি এবং চাকার আবিষ্কার ছিল সভ্যতায় সুমেরীয়দের সবচেয়ে বড় ২টি অবদান। কিউনিফার্ম লিপিতে **'গিলগামেশ' (Gilgamesh)** মহাকাব্য লিখিত হয়। গিলগামেশ ছিলেন উরুক নগরের শাসক। পৃথিবীর প্রথম আইন **Code of Ur-Nammu** তাদের একটি অবিস্মরণীয় কীর্তি। ■ সুমেরীয়রা উন্নত সেচ পদ্ধতির পাশাপাশি চন্দ্রপঞ্জিকা ও জলঘড়ি আবিষ্কারে অবদান রাখে।
 (খ) ব্যাবিলনীয় সভ্যতা	■ সভ্যতায় ব্যাবিলনীয়দের সবচেয়ে বড় অবদান লিখিত আইনের প্রণয়ন করা। ■ ব্যাবিলনের আমোরাইট শাসক হাম্মুরাবি প্রণীত আইনই মানব সভ্যতার প্রথম পূর্ণাঙ্গ লিখিত আইন। যা হাম্মুরাবি কোড (**Code of Hammurabi**) নামে পরিচিত। হাম্মুরাবির শাসনামল ছিল ব্যাবিলনীয় সভ্যতার স্বর্ণযুগ। ■ এ সভ্যতায় সর্বপ্রথম পঞ্জিকা চালু হয়। ব্যাবিলনের উত্তরে গাথুর শহরের ধ্বংসাবশেষে পৃথিবীর প্রাচীনতম মানচিত্র পাওয়া গেছে।
 (গ) আসিরীয় সভ্যতা	■ এ সভ্যতা টাইগ্রিস নদীর তীরে গড়ে উঠেছিল। ■ মানব সভ্যতার ইতিহাসে প্রথম সামরিক রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিত আসিরীয়রা শক্তির উন্নয়নে প্রথম লোহার তৈরি যুদ্ধাস্ত্র ব্যবহার করে। ■ বৃত্তকে প্রথমবারের মতো ৩৬০° কোণে বিভক্ত করার পাশাপাশি আসিরীয়রা পৃথিবীকে প্রথম অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশে ভাগ করে।
 (ঘ) ক্যালডীয় সভ্যতা	■ ব্যাবিলনকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে বলে ক্যালডীয়রা 'নতুন ব্যাবিলনীয় সভ্যতা' নামে পরিচিত। ■ রাজা নেবুচাদনেজার সম্রাজ্ঞীর সন্তুষ্টির জন্য নগর দেওয়ালের উপর এক মনোরম উদ্যান নির্মাণ করেন যা 'ব্যাবিলনের শূন্য উদ্যান' নামে পরিচিত। এটি পৃথিবীর প্রাচীন সপ্তমাশ্চর্যের অন্যতম। ■ ক্যালডীয়রাই সর্বপ্রথম সপ্তাহে ৭দিন এবং প্রতিদিনে ১২ জোড়া ঘণ্টা গণনা পদ্ধতি চালু করে। তারা ১২টি নক্ষত্রপুঞ্জ আবিষ্কার করে এবং এ থেকেই এসেছে ১২টি রাশি চক্র। ■ এই সভ্যতায় ব্যাবিলনীয় বন্দিদশা সূচিত হয়েছিল।
   মিশরীয় সভ্যতা	■ উত্তর আফ্রিকার পূর্বাঞ্চলের একটি প্রাচীন সভ্যতা। ■ নীল নদের তীরে ৩০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে গড়ে উঠে মিশরীয় সভ্যতা যা ছিল স্থাপত্য শিল্প, ভাস্কর্য, বিজ্ঞান, লিখন পদ্ধতি ও কৃষিকর্মে অত্যন্ত উন্নত একটি সভ্যতা। ■ এ সভ্যতার গোড়াপত্তন করেন রাজা মেনেস। ■ মিশরীয় সভ্যতার অর্থনীতি ছিল কৃষিভিত্তিক। ■ প্রাচীন মিশরের রাজাদের বলা হতো 'ফারাও' এবং তাদের মৃতদেহ 'মমি' করে সংরক্ষিত রাখা হতো। ■ পিরামিড মিশরীয় সভ্যতার সবচেয়ে বিখ্যাত নিদর্শন যা এখনও পৃথিবীর প্রাচীনতম স্থাপনা হিসেবে বিদ্যমান আছে। ফারাও খুফুর পিরামিড মিশরের সর্ববৃহৎ পিরামিড। ■ 'স্ফিংস' হলো ফারাও এর মাথা ও সিংহের শরীরের আকৃতির আদলে তৈরি বৃহৎ ও সর্বশ্রেষ্ঠ ভাস্কর্য। ■ মিশরীয়দের উদ্ভাবিত চিত্রলিপির নাম 'হায়ারোগ্লিফিক'। তারা 'প্যাপিরাস' নামক কাগজও আবিষ্কার করে। ■ ৩৬৫ দিন ও ১২ মাসে ১ বছর এবং ৩০ দিনে ১ মাসের গণনা পদ্ধতি মিশরীয়রাই আবিষ্কার করে। এরা সৌর পঞ্জিকাও আবিষ্কার করে। ■ মিশরের রানি ক্লিওপেট্রাকে **'Serpent of the Nile'** বলা হয়। ■ ১৯২২ সালে আবিষ্কৃত হয় বিখ্যাত ফারাও তুতেনখামেনের সমাধি। ■ গ্রিক ইতিহাসবিদ হেরোডোটাস মিশরকে নীল নদের দান হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ■ নগর সভ্যতার সূচনা ঘটে মিশরে। এখানে গড়ে উঠেছিল ছোট ছোট নগর রাষ্ট্র, যেগুলো নোম নামে পরিচিত ছিল।

সভ্যতার নাম	তথ্যাবলি
 হিব্রু সভ্যতা	▪ বর্তমান ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনে বসবাস করা হিব্রু জাতি জেরুজালেম নগরীকে কেন্দ্র করে হিব্রু সভ্যতা গড়ে তোলে। ▪ হিব্রু মূলত একটি প্রাচীনতম সেমেটিক ভাষার নাম যার আক্ষরিক অর্থ যাযাবর বা নিম্নশ্রেণির লোক। ▪ হজরত মুসা (আঃ) কে প্রধান ধর্মীয় নেতা ও ওল্ড টেস্টামেন্ট বিশ্বাসকারী এই সভ্যতার প্রধান অবদান ছিল ধর্মীয় ক্ষেত্রে। হিব্রু সভ্যতাতেই প্রথম একেশ্বরবাদের উদ্ভব হয়।
 সিন্ধু সভ্যতা	▪ পাকিস্তানের মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পাতে দ্রাবিড় জাতি দ্বারা ৩৩০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে গড়ে উঠে সিন্ধু সভ্যতা। মহেঞ্জোদারো অর্থ মৃত মানুষের ঢিবি। এটি উপমহাদেশের প্রাচীনতম সভ্যতা। এর অপর নাম নগর সভ্যতা। ▪ ১৯২২ সালে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (বাঙালি প্রত্নতত্ত্ববিদ), দয়ারাম সাহনী ও স্যার জন মার্শাল এই সভ্যতা আবিষ্কার করেন। ▪ ব্রোঞ্জ যুগে গড়ে উঠা এই সভ্যতার সাথে সুমেরীয় সভ্যতার মিল আছে যেখানে পরিকল্পিত নগর ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। তাদের পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থাও অনেক উন্নত ছিল। ▪ সিন্ধু সভ্যতা বাটখারা ব্যবহার করে ভর নির্ণয়ের পরিমাপ পদ্ধতি এবং স্কেল ব্যবহার করে দৈর্ঘ্য পরিমাপের পদ্ধতি উদ্ভাবন করে সভ্যতায় অবদান রাখে। ▪ প্রলয়ঙ্করী বন্যা, আবহাওয়ার পরিবর্তন এবং আর্যদের আক্রমণে খ্রিষ্টপূর্ব ২৭৫০ অব্দে সিন্ধু সভ্যতার পতন ঘটে। ▪ হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো অবস্থিত যথাক্রমে পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের সাহিওয়াল ও সিন্ধু প্রদেশের লারকানা জেলায়।
 গ্রিক সভ্যতা	▪ এশিয়া মাইনরের পশ্চিম উপকূল ও ইজিয়ান সাগরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ নিয়ে গড়ে ওঠে গ্রিক সভ্যতা। এটি ইউরোপ মহাদেশের প্রথম সভ্যতা। ▪ এ সভ্যতায় দুটি সংস্কৃতি ছিল। ১. হেলেনিক ২. হেলেনিস্টিক । ▪ গ্রিসের প্রধান শহর এথেন্সকে কেন্দ্র করে 'হেলেনিক' সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল। ▪ মেসিডোনিয়ার সম্রাট আলেকজান্ডার দি গ্রেট এর নেতৃত্বে এশিয়া মাইনর, মিশর, মেসিডোনিয়ার অঞ্চলসমূহে গ্রিক ও অগ্রিক সংস্কৃতির মিশ্রণে গড়ে উঠেছিল হেলেনিস্টিক সংস্কৃতি। ▪ গ্রিক সভ্যতায় স্পার্টা ছিল নগর রাষ্ট্র এবং এথেন্স ছিল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। ▪ প্রাচীন গ্রিস দর্শনচর্চা, ইতিহাসবিদ্যা, নাটক ও মহাকাব্যের মতো সাহিত্য রচনায় উৎকর্ষ অর্জন করে। সক্রেটিস, প্লেটো ও এরিস্টটলের মতো দার্শনিক, সফোক্লিসের 'ইডিপাস' নাটক, হোমারের 'ইলিয়ড' ও 'ওডিসি' মহাকাব্যদ্বয়, থুসিডাইডিস ও হেরোডেটাসের মতো ইতিহাসবিদগণ প্রাচীন গ্রিক সভ্যতাকে সমৃদ্ধ করেন। ▪ গ্রিকদের প্রধান দেবতা ছিল জিউস। এছাড়াও ভালোবাসার দেবী আফ্রোদিতি, সূর্য দেবতা অ্যাপোলো, উর্বরতার দেবী আর্টেমিস, পসেইডন, অ্যারেস, হেডিস ইত্যাদি দেবদেবীরা গ্রিক সভ্যতায় পূজনীয় ছিল। ▪ মানব সভ্যতায় পৃথিবীর প্রথম মানচিত্র অঙ্কন, সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা, গণতন্ত্র, ব্যঞ্জনবর্ণের সাথে স্বরবর্ণের সংযুক্তি ইত্যাদি গ্রিক সভ্যতার অবদান। ▪ গ্রিক সভ্যতায় অলিম্পিক প্রতিযোগিতার জন্ম হয়। ▪ গ্রিক সভ্যতার যুক্তিবাদী দার্শনিকদের বলা হতো সোফিস্ট। উল্লেখযোগ্য সোফিস্ট হলেন- সক্রেটিস, প্লেটো, এরিস্ট্রটল।
 পারস্য সভ্যতা	▪ বর্তমান ইরান প্রাচীন আমলে পারস্য নামে পরিচিত ছিল, ঐ অঞ্চলে গড়ে উঠা সভ্যতাই পারস্য সভ্যতা। ▪ পারস্য সভ্যতার প্রথম সাম্রাজ্য ছিল একমেনিড সাম্রাজ্য যেখানে প্রথম শাসক ছিলেন সাইরাস দ্য গ্রেট এবং সবচেয়ে সফল শাসক ছিলেন দারিয়ুস। ▪ জরাথুস্ত্র নামক একজন ধর্ম প্রচারক পারস্য সভ্যতার যে নতুন ধর্ম প্রচার করেন তা জরাথুস্ত্রবাদ নামে পরিচিত। এই ধর্মের সর্বোচ্চ শক্তিমান প্রভুর নাম 'আহুরা মাজদা' ও ধর্মগ্রন্থের নাম 'জেন্দা-আবেস্তা'।
 ফিনিশীয় সভ্যতা	▪ লেবানন ও ভূমধ্যসাগরের মধ্যবর্তী অঞ্চলে গড়ে উঠেছিলো ফিনিশীয় সভ্যতা। ▪ সভ্যতার ইতিহাসে শ্রেষ্ঠতম নাবিক ও জাহাজ নির্মাতা হিসেবে ফিনিশীয়রা বিখ্যাত ছিল। তারা ধ্রুবতারা দেখে সমুদ্রের দিক নির্ণয় করতো। এদের মূল পেশা ছিল বাণিজ্য। ▪ ফিনিশীয়রা প্রথম বর্ণমালা উদ্ভাবন করে। ২২টি ব্যঞ্জনবর্ণের সমন্বয়ে ফিনিশীয় বর্ণমালা গঠিত। ▪ ২০০৫ সালে UNESCO ফিনিশীয় ভাষাকে "International Documentary Heritage" হিসেবে 'Memory of the World Register' এ নিবন্ধিত করে।

সভ্যতার নাম	তথ্যাবলি
 হিট্রাইট সভ্যতা	▪ খ্রিষ্টপূর্ব ১৬০০-১২০০ অব্দ পর্যন্ত ছিল এশিয়ার মাইনরের হিট্রাইট সভ্যতার সময়কাল। ▪ ১৯০৬ সালে হিট্রাইট সভ্যতা আবিষ্কৃত হয়। ▪ হিট্রাইট সভ্যতা মানব ইতিহাসে প্রথম লোহার ব্যবহারের জন্য বিখ্যাত। ▪ হুরিয়ান নামক ধর্মের প্রভাব ছিল হিট্রাইট সভ্যতার উপর।
 চৈনিক সভ্যতা	▪ চীনের হোয়াংহো এবং ইয়াংসিকিয়াং নদীর তীরে এবং দক্ষিণ চীনে প্রায় চার হাজার বছর আগে শাং ও চৌ রাজাদের সময়ে গড়ে উঠেছিল চৈনিক সভ্যতা। ▪ আধুনিক আমলাতন্ত্র চৈনিক সভ্যতাতে প্রথম শুরু হয়। ▪ চীনের প্রাচীনতম দার্শনিক ছিলেন লাওৎসে। তাঁর মতবাদের নাম তাওবাদ। চীনের অন্য আরেক প্রভাবশালী দার্শনিক ছিলেন কনফুসিয়াস। ▪ সুন জু (Sun Tzu) ছিলেন প্রাচীন চীনের একজন সমরনায়ক, যুদ্ধকৌশলী ও দার্শনিক। তিনি 'The Art of War' (রণকৌশল) নামক যুদ্ধবিদ্যার প্রাচীন বইটির রচয়িতা।
 ইজিয়ান সভ্যতা	▪ প্রায় চার হাজার বছর পূর্বে ইজিয়ান সাগরের তীরবর্তী পূর্ব বলকান অঞ্চলে ইজিয়ান সভ্যতা গড়ে উঠে। ▪ ইজিয়ান সভ্যতার কেন্দ্র ছিল গ্রিস। ▪ প্রাচীন গ্রিক কবি হোমারের ইলিয়াড ও ওডিসিতে ইজিয়ান সভ্যতার উল্লেখ পাওয়া যায়। ▪ চিত্রশিল্পে ও ভাস্কর্যে যথেষ্ট উন্নতি সাধন করা ইজিয়ান সভ্যতা খ্রিষ্টপূর্ব ১২০০ অব্দে পতন ঘটে।
 রোমান সভ্যতা	▪ লাতিন রাজা রোমিউলাস এর নাম অনুসারে পত্তন করা ইতালির বর্তমান রাজধানী রোম ও পরবর্তীকালে কন্সটান্টিনোপোলকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে প্রাচীন রোমান সভ্যতা যা আইন প্রণয়ন, প্রশাসন, ভাস্কর্য ও স্থাপত্যকলায় প্রভূত উৎকর্ষ অর্জন করেছিল। ▪ জুলিয়াস সিজার ছিলেন রোমের সবচেয়ে বিখ্যাত সম্রাট এবং রানি ছিলেন ক্লিওপেট্রা। জুলিয়াস সিজারের বিখ্যাত উক্তি 'vini, vidi, vici' (এলাম, দেখলাম, জয় করলাম)। ▪ এ সময় খ্রিষ্টধর্মের বিস্তার ঘটিয়েছিলেন সম্রাট কনস্ট্যানটাইন। রোমানদের প্রধান দেবতার নাম জুপিটার। ▪ এ সভ্যতার বড় অবদান ছিল আইনের ক্ষেত্রে। আইনসমূহ ১২টি ব্রোঞ্জের পাতে সংকলিত হয় যা The Twelve Tables (বার বিধি) নামে পরিচিত। একে রোমান আইনের ভিত্তি ধরা হয়। ▪ ৪৭৬ খ্রিষ্টাব্দে রোমান সাম্রাজ্যের পতন ঘটে।
 ইনকা সভ্যতা	▪ ১৫ শতকে দক্ষিণ আমেরিকার পেরুর আন্দিজ পর্বতমালা অঞ্চলে আধুনিকতম সভ্যতা ইনকা সভ্যতা গড়ে উঠে। এটি ছিল সবচেয়ে আধুনিক সভ্যতা। ইনকা শব্দের অর্থ যুদ্ধবাজ। ইনকাদের অপর নাম ক্যায়াচুয়া। ▪ পেনিকো নগরটি পেরুর রাজধানী লিমার উত্তর হুয়াওরা প্রদেশে অবস্থিত। এটি (আনুমানিক খ্রি.পূর্ব ১৮০০-১৫০০) প্রায় ৩৫০০ বছরের পুরোনো শহর। কাদামাটির ভাস্কর্য, পুতুতুস নামে শাঁখের তৈরি বাদ্যযন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। এছাড়াও রঙিন লোহা আকরিক হেমাটাইট বাণিজ্যের কারণে পেনিকোর গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। ▪ এই সভ্যতায় পানির মাধ্যমে সেচ পদ্ধতি চালু হয়। ▪ মানকো কাপাক ছিলেন ইনকা সাম্রাজ্যের প্রথম সম্রাট যাকে ইনকা সভ্যতার স্থপতি হিসেবে গণ্য করা হয়। ▪ পেরুতে ইনকা সম্রাটদের বাসস্থান মাচুপিচু নগরী এখনও ইনকা সভ্যতার নিদর্শন হিসেবে টিকে আছে।
 ইসলামি সভ্যতা	▪ ইসলামি সভ্যতার আবির্ভাব ঘটে—পৃথিবী সৃষ্টির শুরুতেই। ▪ আরব জাতির মূল আবাস ছিল—দক্ষিণ আরবের ইয়েমেন অঞ্চলে। ▪ 'আরাবাত' শব্দের অর্থ—বৃক্ষলতাহীন মরুভূমি। ▪ সর্বপ্রথম ইসলামি শিক্ষাকেন্দ্র—দারুল আরকাম, মক্কা। ▪ সর্বপ্রথম ইসলামি মুদ্রা চালু করেন—হযরত উমর ফারুক (রা.)।
 মায়া সভ্যতা	▪ ২৫০ খ্রিষ্টাব্দে মধ্য আমেরিকার মেক্সিকোতে মায়া সভ্যতা গড়ে ওঠে। এরপর এটি মেক্সিকো, গুয়েতেমালা, বেলিজ, হন্ডুরাস ইত্যাদি অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। ▪ প্রচণ্ড ধর্মভীরু মায়ানদের প্রধান দেবতা ছিল ইটজামনা। ▪ চিচেন ইতজা নির্মাণ তাদের অন্যতম একটি কীর্তি। ▪ মায়ানরা গণিত ও জ্যোতিশাস্ত্রে, সৌর ক্যালেন্ডার নির্মাণে অভূতপূর্ব উন্নতি করেছিল।

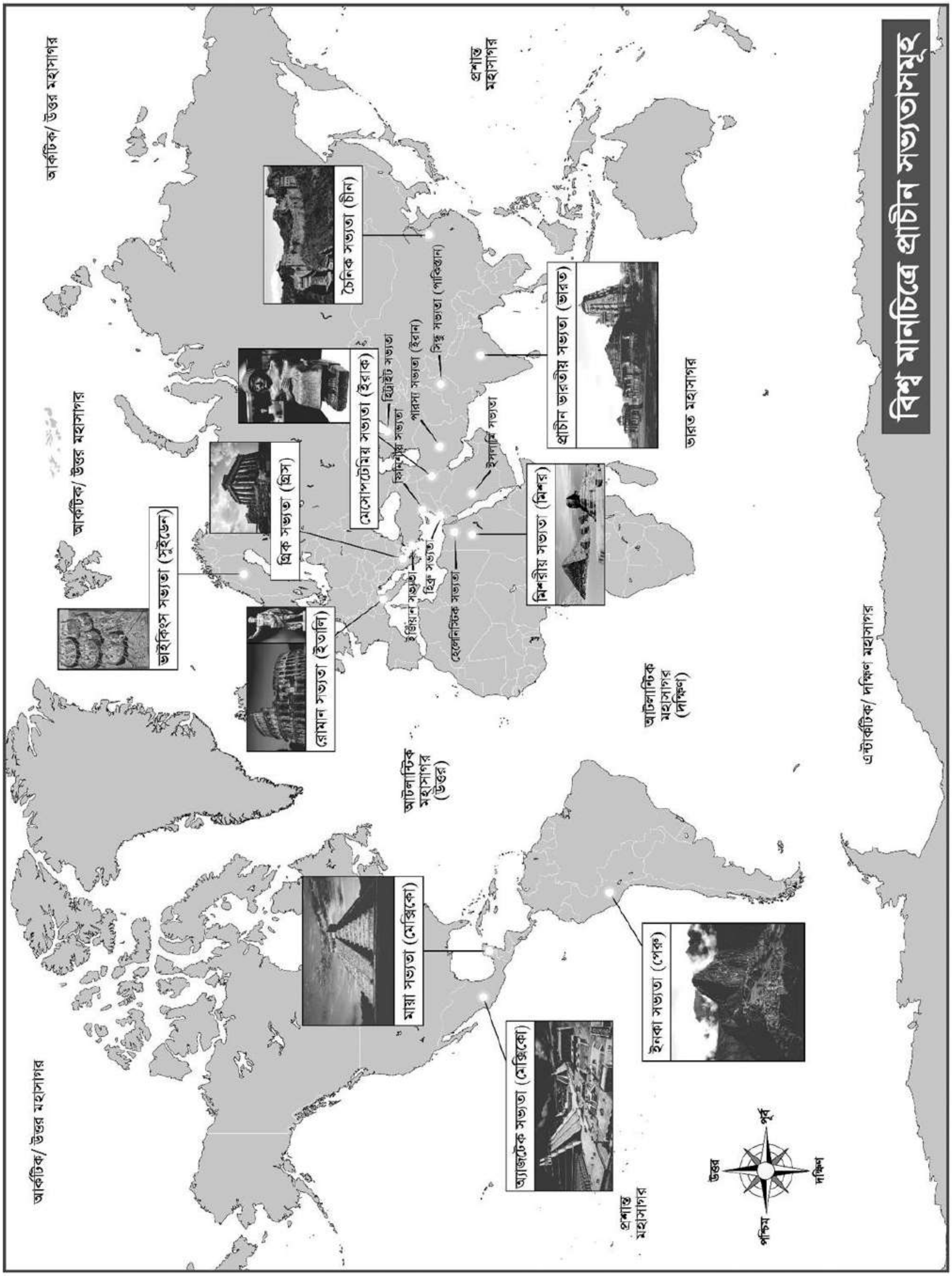
বিশ্ব মানচিত্রে প্রাচীন সভ্যতাসমূহ
আর্কটিক/ উত্তর মহাসাগর
আর্কটিক/ উত্তর মহাসাগর
আর্কটিক/ উত্তর মহাসাগর
প্রশান্ত মহাসাগর
প্রশান্ত মহাসাগর
চৈনিক সভ্যতা (চীন)
মেসোপটেমিয় সভ্যতা (ইরাক)
হিট্টাইট সভ্যতা
ফিনিশীয় সভ্যতা
পারস্য সভ্যতা (ইরান)
সিন্ধু সভ্যতা (পাকিস্তান)
ইসলামি সভ্যতা
প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা (ভারত)
ভারত মহাসাগর
গ্রিক সভ্যতা (গ্রিস)
ভাইকিংস সভ্যতা (সুইডেন)
রোমান সভ্যতা (ইতালি)
ইট্রিয়ান সভ্যতা
হিব্রু সভ্যতা
হেলেনিস্টিক সভ্যতা
মিশরীয় সভ্যতা (মিশর)
আটলান্টিক মহাসাগর (উত্তর)
আটলান্টিক মহাসাগর (দক্ষিণ)
এন্টার্কটিক/ দক্ষিণ মহাসাগর
মায়া সভ্যতা (মেক্সিকো)
ইনকা সভ্যতা (পেরু)
অ্যাজটেক সভ্যতা (মেক্সিকো)
উত্তর
পূর্ব
দক্ষিণ
পশ্চিম

উত্তরণ Brief

বিশ্ব সভ্যতা		অবদান
সুমেরীয়	:	কিউনিফর্ম লিপি, গিলগামেশ মহাকাব্য, উন্নতসেচ ব্যবস্থা, চন্দ্রপঞ্জিকা ও জলঘড়ি আবিষ্কার।
ব্যাবিলনীয়	:	লিখিত আইন প্রচলন, পঞ্জিকা, প্রাচীন মানচিত্র আবিষ্কার।
অ্যাসরীয়	:	যুদ্ধাস্ত্র তৈরি, বৃত্তকে ৩৬০° কোণে বিভক্ত, পৃথিবীকে অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশে বিভক্ত।
ক্যালেডীয়	:	ব্যাবিলনের শূন্য উদ্যান, ৭ দিনে সপ্তাহ, প্রতিদিন ১২ জোড়া ঘণ্টা, ১২টি রাশিচক্র।
মিশরীয়	:	হায়ারোগ্লিফিক লিপি, প্যাপিরাস কাগজ, ৩০ দিনে মাস, ১২ মাসে বছর, সৌর পঞ্জিকা।
সিন্ধু	:	বাটখারা/ স্কেল, পরিকল্পিত নগর ব্যবস্থা চালু, পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা।
গ্রিক	:	দর্শন চর্চা, পৃথিবীর প্রথম মানচিত্র অঙ্কন, গণতন্ত্রের সূতিকাগার।
পারস্য	:	জরাথুস্ট্রবাদ ধর্মের প্রচারক, ধর্মগ্রন্থ- জেন্দা আবেস্তা।
ফিনিশীয়	:	জাহাজ নির্মাণ, প্রথম বর্ণমালা উদ্ভাবন (২২টি), ধ্রুবতারা দেখে দিক নির্ণয়।
চৈনিক	:	ব্রোঞ্জের ব্যবহার, ঘোড়া টানা রথ, ঘুড়ির প্রচলন।
ইজিয়ান	:	চিত্র ও ভাস্কর্য শিল্পের প্রসার, ইলিয়াড ও ওডিসি রচিত হয়।
রোমান	:	আইন প্রণয়ন, প্রশাসন, ভাস্কর্য ও স্থাপত্যকলার উৎকর্ষ অর্জন।
মায়া	:	গণিত ও জ্যোতিষশাস্ত্রে অভূতপূর্ব উন্নতি সাধন, সৌর ক্যালেন্ডার, পাথরের মন্দির নির্মাণ।

নমুনা প্রিলি প্রশ্ন

০১। আধুনিক আমলাতন্ত্রের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কোন সভ্যতায়?
(ক) গ্রিক (খ) চৈনিক (গ) রোমান (ঘ) পারস্য

০২। ইনকা সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ কোথায় পাওয়া গিয়েছিল?
(ক) আবিসিনিয়ায় (খ) ইতালিতে (গ) মাচুপিচুতে (ঘ) ইয়েমেনে

০৩। মেসোপটেমিয়া সভ্যতা কোথায় গড়ে উঠে?
(ক) জর্ডান (খ) ইরান (গ) ইরাক (ঘ) সিরিয়া

০৪। গ্রিক কবি হোমারের ইলিয়ড ও ওডিসি মহাকাব্য থেকে কোন সভ্যতার তথ্য পাওয়া যায়?
(ক) ইজিয়ান সভ্যতা (খ) সুমেরীয় সভ্যতা (গ) মিশরীয় সভ্যতা (ঘ) অ্যাসিরীয় সভ্যতা

০৫। ব্যাবিলনের ঝুলন্ত উদ্যান কে গড়ে তুলেছিলেন?
(ক) মেনেস (খ) সাইরাস (গ) নেবুচাদনেজার (ঘ) তুতেনখামেন

০৬। কোন সভ্যতায় প্রথম লিখিত আইনের প্রচলন হয়?
(ক) ব্যাবিলনীয় সভ্যতা (খ) মেসোপটেমিয় সভ্যতা (গ) সিন্ধু সভ্যতায় (ঘ) হিব্রু সভ্যতায়

০৭। সর্বপ্রথম ইসলামি মুদ্রা চালু করেন কে?
(ক) হযরত আবুবকর (রা:) (খ) হযরত উমর ফারুক (রা:) (গ) হযরত আলী (রা:) (ঘ) হযরত উসমান (রা:)

০৮। পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন স্থাপত্য কোনটি?
(ক) মাচুপিচু (খ) মিশরের পিরামিড (গ) চিচেন ইতজা (ঘ) ব্যাবিলনের শূন্য উদ্যান

০৯। ‘Scrpant of the Nile’ বলা হতো কাকে?
(ক) এলিজাবেথ (খ) আফ্রেদিতি (গ) আর্টেমিস (ঘ) ক্লিওপেট্রা

১০। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোতে প্রাপ্ত সভ্যতা ইতিহাসে কোন সভ্যতা হিসাবে পরিচিত?
(ক) সিন্ধু সভ্যতা (খ) ক্যালডীয় সভ্যতা (গ) অ্যাসিরীয় সভ্যতা (ঘ) ইনকা সভ্যতা

১১। রোম সাম্রাজ্যের সবচেয়ে বিখ্যাত সম্রাট কে?
(ক) রমিউলাস অগাস্টাস (খ) জুপিটার (গ) রাজা রোমিউলাস (ঘ) জুলিয়াস সিজার

১২। বিশ্বের প্রাচীন সভ্যতার দেশ–
(ক) গ্রিস (খ) মেসোপটেমিয়া (গ) রোম (ঘ) ভারত

১৩। মিশরীয় সভ্যতার চিত্রলিপিকে কী বলা হয়?
(ক) ওডিসি (খ) হায়ারোগ্লিফিক (গ) প্যাপিরাস (ঘ) ক্যালিওগ্রাফি

১৪। প্রথম কারা বর্ণমালা উদ্ভাবন করে?
(ক) ফিনিশীয়রা (খ) মিশরীয়রা (গ) গ্রিকরা (ঘ) রোমানরা

১৫। সুমেরীয়দের উদ্ভাবিত লিপি কোনটি?
(ক) কিউনিফর্ম (খ) কিউপিড (গ) গিলগামেশ (ঘ) ইখনাটন

উত্তরমালা

০১	খ	০২	গ	০৩	গ	০৪	ক	০৫	গ	০৬	ক	০৭	খ	০৮	খ	০৯		১০	ক
১১	ঘ	১২	খ	১৩	খ	১৪	ক	১৫	ক										

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: সুপ্রিয় বিসিএস প্রার্থী, উত্তরমালায় কিছু প্রশ্নের উত্তর না দেয়া থাকলেও আমরা বিশ্বাস করি আপনারা পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সাথেই সঠিক উত্তরে বৃত্ত ভরাট করতে পারবেন।]

২.১ (খ) ভাষা, জাতি ও উপজাতি

বিগত বছরের BCS প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্ন

০১। চীনের জিনজিয়াং প্রদেশে বসবাসকারী প্রধান মুসলিম সম্প্রদায়ের নাম কী? [৪৩ ও ৩৭তম বিসিএস]
(ক) তুর্কমেন (খ) উইঘুর (গ) তাজিক (ঘ) কাজাখ

০২। উইঘুর হলো- [৩৫তম বিসিএস]
(ক) চীনের একটি খাবারের নাম (খ) চীনের একটি ধর্মীয় স্থানের নাম
(গ) চীনের একটি শহরের নাম (ঘ) চীনের একটি সম্প্রদায়ের নাম

০৩। নিউজিল্যান্ডের আদিবাসীদের কী বলা হয়? [২৪তম বিসিএস]
(ক) কুর্দি (খ) তাতারু (গ) রেড ইন্ডিয়ান (ঘ) মাউরি

০৪। ক্যাটালন কোন দেশের ভাষা? [১৪তম বিসিএস]
(ক) স্পেন (খ) বেলজিয়াম (গ) নাইজেরিয়া (ঘ) মঙ্গোলিয়া

উত্তরমালা

০১	খ	০২	ঘ	০৩	ঘ	০৪	ক

বিশ্ব ভাষাচিত্র

প্রকাশ: ২০২৫ সাল অনুসারে (Ethnologue) বিশ্বে মোট ভাষার সংখ্যা ৭,১৫৯ টি। সর্বাধিক ভাষার দেশ পাপুয়া নিউগিনি। বাংলাদেশে ভাষার সংখ্যা ৩৬টি। সবচেয়ে বেশি কথা বলে ইংরেজি ভাষায় (১৪৬টি দেশ)।

ক্রমিক নং	ব্যবহৃত শীর্ষ ভাষা		মাতৃভাষা অনুসারে শীর্ষ ভাষা	
	নাম	সংখ্যা (মিলিয়ন)	নাম	সংখ্যা (মিলিয়ন)
১	ইংরেজি	১৫০০	মান্দারিন	৯৯০
২	মান্দারিন	১২০০	স্প্যানিশ	৪৮৪
৩	হিন্দি	৬০৯.১	ইংরেজি	৩৯০
৪	স্প্যানিশ	৫৫৮.৫	হিন্দি	৩৪৫
৫	আরবি	৩৩৪.৮	বাংলা	২৩৭
৬	ফরাসি	৩১১.৯	পর্তুগিজ	২৩৬
৭	বাংলা	২৮৪.৩	রুশ	১৪৮

জনপ্রিয় কিছু ভাষা

ভাষা	দেশ
ক্যাটালন	স্পেন
বাংলা	বাংলাদেশ, ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও আসাম (সিয়েরা লিওনের দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষা)
দিবেহি	মালদ্বীপ
সিংহলি	শ্রীলঙ্কা
পশতু	আফগানিস্তান
দোজংখা	ভুটান
পর্তুগিজ	ব্রাজিল, কেপভার্দে, গিনিবিসাউ, পূর্বতিমুর
হিব্রু	ইসরায়েল
রুশ	সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের দেশগুলো
ফারসি	ইরান

উত্তরণ Brief

- জার্মান ব্যতীত অস্ট্রিয়ার প্রায় সকল নাগরিক জার্মান ভাষায় কথা বলে।
- কানাডার কুইবেক প্রদেশের ভাষা- ফরাসি।

ইংরেজি ভাষা
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড। সবচেয়ে বেশি লোক কথা বলে এ ভাষায়।
আরবি ভাষা
সৌদিআরব, ইয়েমেন, ওমান, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কাতার, বাহরাইন, সিরিয়া, ইরাক, জর্ডান, লেবানন, ফিলিস্তিন, মিশর, সুদান, লিবিয়া, তিউনিশিয়া, আলজেরিয়া, মরক্কো, পশ্চিম সাহারা, মৌরিতানিয়া।
রুশ ভাষা
রাশিয়া, কাজাখস্তান, উজবেকিস্তানস, কিরগিজস্তান, তাজিকিস্তান, এস্তোনিয়া, লাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া, বেলারুশ, ইউক্রেন, মলদোভা, জর্জিয়া, আজারবাইজান, আর্মেনিয়া।
মান্দারিন ভাষা
একমাত্র মান্দারিন ভাষায় কথা বলে চীন। মাতৃভাষা হিসেবে এ ভাষায় সবচেয়ে বেশি মানুষ কথা বলে।
হিন্দি ভাষা
ভারতের মধ্য প্রদেশ, উত্তর প্রদেশ, হরিয়ানা ও রাজস্থানে হিন্দি ভাষায় কথা বলে। অন্যান্য প্রদেশগুলোর নিজস্ব ভাষা রয়েছে।
বাংলা ভাষা
বাংলাদেশ ছাড়াও ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা ও মিজোরামের ভাষা বাংলা। মাতৃভাষা হিসেবে এই ভাষার অবস্থান পঞ্চম।
পর্তুগিজ ভাষা
ব্রাজিল, অ্যাঙ্গোলা, মোজাম্বিক, পর্তুগাল, গিনি বিসাউ পর্তুগিজ ভাষায় কথা বলে।
স্প্যানিশ ভাষা
স্পেন, মেক্সিকো, গুয়েতেমালা, বেলিজ, এল সালভাদর, হন্ডুরাস, নিকারাগুয়া, কোস্টারিকা, পানামা, ডমিনিকান রিপাবলিক, কিউবা, ভেনিজুয়েলা, কলম্বিয়া, ইকুয়েডর, পেরু, বলিভিয়া, প্যারাগুয়ে, চিলি, আর্জেন্টিনা, উরুগুয়ে।
ফরাসি ভাষা
ফ্রান্স, মালি, সেনেগাল, নাইজার, গিনি, চাদ, বুরকিনা ফাসো, আইভরিকোস্ট, বেনিন, টোগো, ক্যামেরুন, কঙ্গো, গ্যাবন, মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র, গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্র, মাদাগাস্কার, ফ্রেঞ্চ গায়ানা, হাইতি ও নিউক্যালিডোনিয়া
ইংরেজি
মান্দারিন
হিন্দি
স্প্যানিশ
আরবি
ফরাসি
বাংলা
পর্তুগিজ
রুশ
আলাস্কা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
রাশিয়া
চীন
ভারত
অস্ট্রেলিয়া
নিউজিল্যান্ড
নিউ ক্যালিডোনিয়া
ব্রাজিল
মেক্সিকো
বলিভিয়া
প্যারাগুয়ে
চিলি
আর্জেন্টিনা
উরুগুয়ে
ফ্রেঞ্চ গায়ানা
কাজাখস্তান
ফ্রান্স
স্পেন
গ্রিস
মরক্কো
আলজেরিয়া
লিবিয়া
মিশর
তিউনিশিয়া
পশ্চিম সাহারা
মৌরিতানিয়া
মালি
নাইজার
চাদ
সুদান
অ্যাঙ্গোলা
মোজাম্বিক
মাদাগাস্কার
সৌদি আরব
বাংলাদেশ
দক্ষিণ আয়ারল্যান্ড
যুক্তরাজ্য
বেলজিয়াম
পর্তুগাল
বিশ্ব মানচিত্রে বিভিন্ন ভাষা

বিশ্বের বিভিন্ন জাতি ও উপজাতি

উপজাতি	অবস্থান ও পরিচয়
ককেশীয়	আরব, পারসি, ইহুদি ও ইউরোপের অধিবাসীবৃন্দ।
আফ্রিদি	পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের ওয়াজিরিস্তানের উপজাতি।
কুর্দি	ইরাক, ইরান, সিরিয়া ও তুর্কিয়ের অন্তর্ভুক্ত কুর্দিস্তানের একটি জাতি।
গুরখা	নেপালে বসবাসকারী একটি জাতি। ভারত থেকে বিতাড়িত হয়ে এরা নেপালে প্রবেশ করে।
নিগ্রো	মধ্য ও দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার কালো মানুষ। যুক্তরাষ্ট্রেও কিছু নিগ্রো বাস করে।
দ্রাবিড়	দক্ষিণ ভারত, বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কায় বসবাসকারী অনার্য জাতি।
ভাইকিং	নরওয়ের প্রাচীন এক কঠোর পরিশ্রমী জাতি। তারা ছিল সুদক্ষ নাবিক। এরা নর্ডিক জাতির লোক।
বেদুইন	আরবের যাযাবর জাতি। এরা উত্তর আফ্রিকা এবং পশ্চিম এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে।
মাওরি	নিউজিল্যান্ডের একটি আদি জাতি। এরা খুবই কর্মঠ এবং বুদ্ধিমান জাতি।
জুলু	দক্ষিণ আফ্রিকার নাটাল প্রদেশের নিগ্রো জাতি।
শেরপা	নেপাল ও তিব্বত সীমান্তে বসবাসকারী মঙ্গোলীয় বংশোদ্ভূত অধিবাসী। এরা পর্বতারোহণে দক্ষ ।
খাসিয়া	ভারতের আসাম প্রদেশের জাতি।
কুকি ও মৈতে	ভারতের মনিপুর রাজ্যের উপজাতি।
হুতু ও টুটসি	রুয়ান্ডার বিদ্রোহরত উপজাতি।
এস্কিমো	স্ক্যান্ডিনেভিয়ান অঞ্চলের অধিবাসী। এরা শিকারের জন্য কুকুর চালিত যে গাড়ি ব্যবহার করে তার নাম স্লেজ (Sledge)।
টোডা	ভারতের নীলগিরি পার্বত্য এলাকার অধিবাসী।
আর্য	ভারতে আগমনকারী আদি জাতি গোষ্ঠী।
সুনা	জিম্বাবুয়ের আদি অধিবাসী।
পিগমি	বিশ্বের ক্ষুদ্রতম খর্বাকায় উপজাতি। এরা আফ্রিকা মহাদেশের (কঙ্গো, রুয়ান্ডা, বুরুন্ডি প্রভৃতি) অধিবাসীবৃন্দ।
রোহিঙ্গা	মিয়ানমার (আরাকান)।
উইঘুর	চীনের জিনজিয়াং অঞ্চলে বসবাসকারী মুসলিম সম্প্রদায়।
হুয়েই (Hui)	চীনের বৃহত্তম মুসলিম সম্প্রদায়।
নাগা	ভারতের নাগাল্যান্ডের পাহাড়ি উপজাতি।
বেদে	ভারতীয় উপমহাদেশের যাযাবর জাতি বিশেষ।
মুর	উত্তর আফ্রিকায় বসবাসরত মুসলিম আরব জনগোষ্ঠী।
তাতার	সাইবেরিয়া, ইউক্রেন, উজবেকিস্তান অঞ্চলের মুসলিম সম্প্রদায়।
মাসাই	কেনিয়াতে ও তানজানিয়ার সেরেঙ্গেটি ন্যাশনাল পার্কে বসবাসরত জনগোষ্ঠী।
রেড ইন্ডিয়ান (Red Indian)	আমেরিকার আদি অধিবাসী, যাদের নামকরণ করেছিলেন কলম্বাস।

নমুনা প্রিলি প্রশ্ন

০১। ভারতের মনিপুর রাজ্যে জাতিগত সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিল কোন দুটি জাতি?
(ক) হুতু ও টুটসি (খ) নাগা ও বেদে (গ) কুকি ও মৈতে (ঘ) মাওরি ও মনিপুরি

০২। বিশ্বের সবচেয়ে বেশি লোক কোন ভাষায় কথা বলে?
(ক) বাংলা (খ) জার্মান (গ) মান্দারিন (ঘ) হিন্দি

০৩। আমেরিকার আদি অধিবাসীদের কী বলা হয়?
(ক) রেড ইন্ডিয়ান (খ) নাগা (গ) দ্রাবিড় (ঘ) মাসাই

০৪। দোজাংখা কোন দেশের ভাষা?
(ক) ভুটান (খ) নেপাল (গ) ঘানা (ঘ) কম্বোডিয়া

০৫। পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের ওয়াজিরিস্তানের উপজাতি –
(ক) মুর (খ) তাতার (গ) পিগমি (ঘ) আফ্রিদি

উত্তরমালা

০১	গ	০২	গ	০৩	ক	০৪	ক	০৫	ঘ

এক নজরে ধরিত্রী

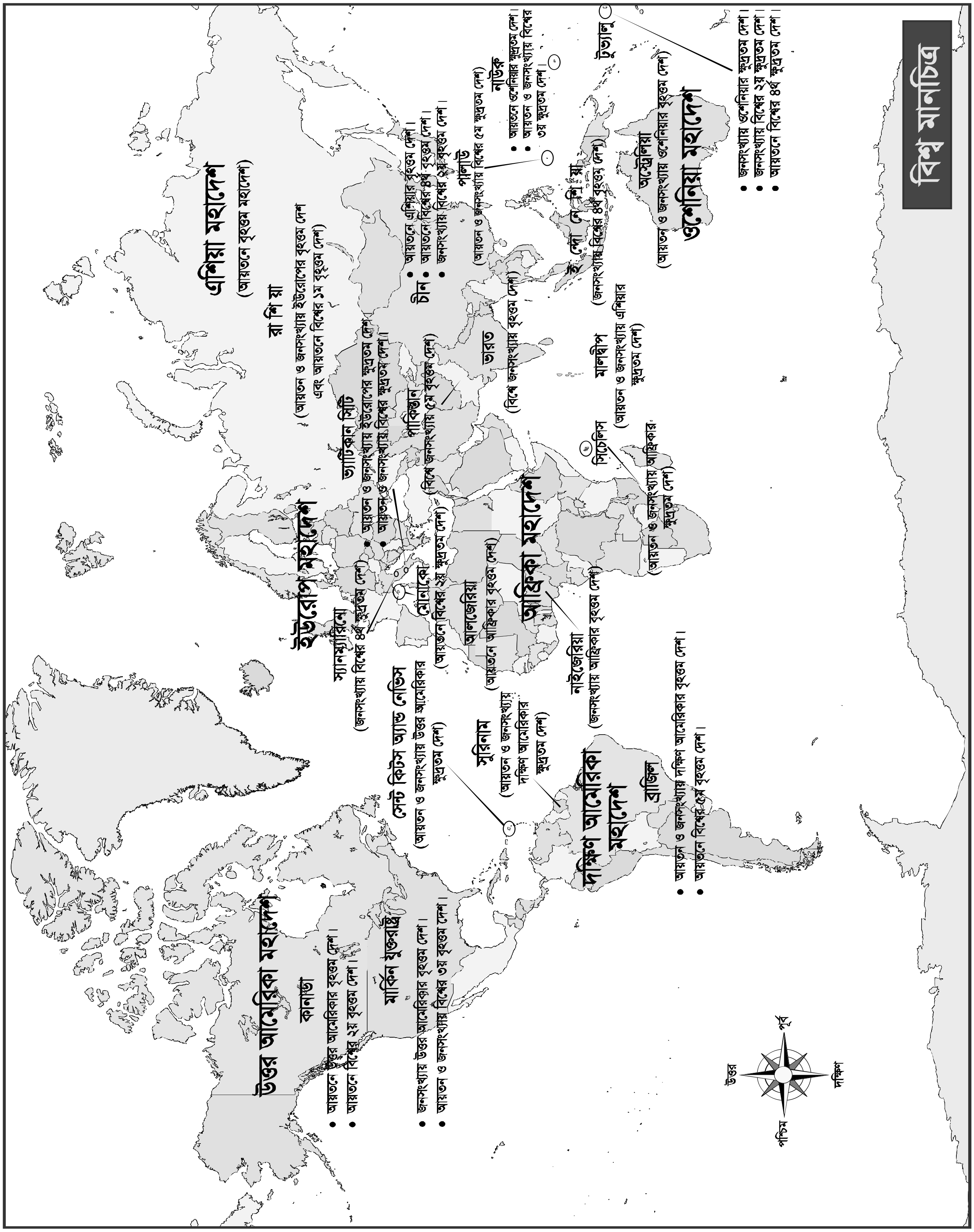
বিশ্ব মানচিত্র
উত্তর আমেরিকা মহাদেশ
কানাডা
• আয়তনে উত্তর আমেরিকার বৃহত্তম দেশ।
• আয়তনে বিশ্বের ২য় বৃহত্তম দেশ।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
• জনসংখ্যায় উত্তর আমেরিকার বৃহত্তম দেশ।
• আয়তন ও জনসংখ্যায় বিশ্বের ৩য় বৃহত্তম দেশ।
সেন্ট কিটস অ্যান্ড নেভিস
(আয়তন ও জনসংখ্যায় উত্তর আমেরিকার ক্ষুদ্রতম দেশ)
সুরিনাম
(আয়তন ও জনসংখ্যায় দক্ষিণ আমেরিকার ক্ষুদ্রতম দেশ)
দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশ
ব্রাজিল
• আয়তন ও জনসংখ্যায় দক্ষিণ আমেরিকার বৃহত্তম দেশ।
• আয়তনে বিশ্বের ৫ম বৃহত্তম দেশ।
ইউরোপ মহাদেশ
স্যানম্যারিনো
(জনসংখ্যায় বিশ্বের ৪র্থ ক্ষুদ্রতম দেশ)
মোনাকো
(আয়তনে বিশ্বের ২য় ক্ষুদ্রতম দেশ)
ভ্যাটিকান সিটি
• আয়তন ও জনসংখ্যায় ইউরোপের ক্ষুদ্রতম দেশ
• আয়তন ও জনসংখ্যায় বিশ্বের ক্ষুদ্রতম দেশ।
আলজেরিয়া
(আয়তনে আফ্রিকার বৃহত্তম দেশ)
আফ্রিকা মহাদেশ
নাইজেরিয়া
(জনসংখ্যায় আফ্রিকার বৃহত্তম দেশ)
সিচেলিস
(আয়তন ও জনসংখ্যায় আফ্রিকার ক্ষুদ্রতম দেশ)
এশিয়া মহাদেশ
(আয়তনে বৃহত্তম মহাদেশ)
রা শি য়া
(আয়তন ও জনসংখ্যায় ইউরোপের বৃহত্তম দেশ এবং আয়তনে বিশ্বের ১ম বৃহত্তম দেশ)
পাকিস্তান
(বিশ্বে জনসংখ্যায় ৫ম বৃহত্তম দেশ)
চীন
• আয়তনে এশিয়ার বৃহত্তম দেশ।
• আয়তনে বিশ্বের ৪র্থ বৃহত্তম দেশ।
• জনসংখ্যায় বিশ্বের ২য় বৃহত্তম দেশ।
ভারত
(বিশ্বে জনসংখ্যায় বৃহত্তম দেশ)
মালদ্বীপ
(আয়তন ও জনসংখ্যায় এশিয়ার ক্ষুদ্রতম দেশ)
ইন্দোনেশিয়া
(জনসংখ্যায় বিশ্বের ৪র্থ বৃহত্তম দেশ)
পালাউ
(আয়তন ও জনসংখ্যায় বিশ্বের ৫ম ক্ষুদ্রতম দেশ)
নাউরু
• আয়তনে ওশেনিয়ার ক্ষুদ্রতম দেশ।
• আয়তন ও জনসংখ্যায় বিশ্বের ৩য় ক্ষুদ্রতম দেশ।
টুভ্যালু
অস্ট্রেলিয়া
(আয়তন ও জনসংখ্যায় ওশেনিয়ার বৃহত্তম দেশ)
ওশেনিয়া মহাদেশ
• জনসংখ্যায় ওশেনিয়ার ক্ষুদ্রতম দেশ।
• জনসংখ্যায় বিশ্বের ২য় ক্ষুদ্রতম দেশ।
• আয়তনে বিশ্বের ৪র্থ ক্ষুদ্রতম দেশ।
উত্তর
পশ্চিম
পূর্ব
দক্ষিণ